তথ্য যোগাযোগ, প্রচার-প্রচারণা, অংশীদারিত্ব এবং নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা

সুন্দরবনের পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সুন্দরবন সংলগ্ন মানুষের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে এ প্রকল্পের আওতায় 'সুন্দরবন মায়ের মতন' শীর্ষক প্রচারাভিযানটিকে আরো জোরদার ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এ প্রচারাভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'আমরাই বাঁচাবো সুন্দরবন' শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে বাঘ ও সুন্দরবন সুরক্ষায় সকলের অঙ্গীকার আহবান করা হচ্ছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার আদায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারাভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী সুফল নিশ্চিত করতে এ প্রকল্পের আওতায় যুবসমাজের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিকল্প জীবিকা উৎসাহিত করা

সুন্দরবন সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন পরিবেশ সহায়ক জীবিকা উৎসাহিত করা এ প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীকে বিকল্প জীবিকা গ্রহণে উৎসাহিত করতে উদ্ভাবনী ধারণা অন্বেষণে সমীক্ষা পরিচালনা পূর্বক কুটির ও হস্তশিল্প বিষয়ক কিছু কর্মকাণ্ড সুন্দরবন এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া দেশের পর্যটন শিল্পকে পরিবেশ সহায়ক উপায়ে আরো অগ্রসর করার লক্ষ্যে সুন্দরবনের জন্য একটি পর্যটন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে।

'ইউএসএইড-এর বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প'-এর ভবিষ্যৎ

বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প-এর উদ্দেশ্য শুধু সুন্দরবনের বাঘগুলোকে টিকিয়ে রাখা নয় বরং তারও অধিক। এই প্রকল্পের মূল ভাবনা হলো- বাঘ বাঁচালে বাঘেরাই সুন্দরবনকে সকল প্রকার হুমকি থেকে সুরক্ষা দেবে। সুন্দরবনে বন্য বাঘের বিচরণ বাড়লে বনের হাজার হাজার উদ্ভিদ ও প্রাণী বহিরাগত হুমকি থেকে নিরাপদ থাকবে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই বন সবুজের এক দুর্ভেদ্য দেয়াল হয়ে রক্ষা করবে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষকে। সর্বোপরি এই বনকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হবে।

পৃথিবীতে প্রায় ২০ লক্ষ বছর ধরে বাঘ টিকে আছে এবং আমরা আশা করি, আগামীতেও যেন তারা তাদের আভিজাত্য নিয়ে বন্য পরিবেশে মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারে। বাংলাদেশের পরিবেশ ও বন সংরক্ষক হিসাবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বন বিভাগ 'ইউএসএইড-এর বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প'-এর অর্জন ও লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলোকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং পুরো সুন্দরবন জুড়ে আরো ব্যাপকভাবে বাঘের গর্জন শোনা যাবে- এটাই এ প্রকল্পের প্রত্যাশা।

ইউএসএইড-এর বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প
ওয়াইল্ডটিম
বাড়ী ৪২, সড়ক ৩৮, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ । টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৯৬৩৭০,
ওয়েবসাইট: www.wild-team.org

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WILDTEAM

ইউএসএইড-এর বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প

বাঘ আমাদের গর্ব
বাঘ সুরক্ষা করবো

ইউএসএইড-এর বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প

আজ থেকে মাত্র একশ বছর আগে এ ভূখণ্ডের প্রায় সব অঞ্চলে বাঘ থাকলেও, আশ্চর্য সুন্দর এই প্রাণিটি এখন মহাবিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। এই সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমতে কমতে সর্বশেষ শ'খানেক বাঘ কোনমতে শুধু সুন্দরবনেই টিকে আছে। বাঘের এই সর্বশেষ বংশধরগুলোকে এখনও যদি রক্ষা করা না যায়, তাহলে সুন্দরবন ও এর জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়বে এবং বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষেরও 'বাঘের জাতি' হিসেবে গর্ব করার কিছু থাকবে না। তবে আশার কথা হলো- এখনও সময় একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। সরকার, সংশ্লিষ্ট সকল মহল এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাঘের সুরক্ষা দিয়ে সুন্দরবন ও এর জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা এখন সময়ের দাবী।

‘ইউএসএইড-এর বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প’

সুন্দর যে বন, সেই তো সুন্দরবন- সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের হৃদয়ের স্পন্দন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যাংগ্রোভ বন ও বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে সুন্দরবন আজও তার অপরূপ সৌন্দর্য ও বিপুল গৌরব নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ জুড়ানো এ বনেই বাস করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রাণী বাঘ। জাতীয় প্রাণী হিসেবে বাঘ বাংলাদেশের মানুষের বীরত্ব, গর্ব ও সাহসিকতার প্রতীক। বাঘের রাজকীয় আভিজাত্যের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখাতেই বাংলার মানুষেরা তাকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বলে গর্ববোধ করে।

সৌন্দর্য ও সাহসিকতার প্রতীক হিসেবে আমাদের জাতীয় প্রাণী বাঘের প্রতিচ্ছবি এদেশের সংস্কৃতির গভীরে মিশে আছে। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় যাদের বসবাস এবং জীবিকার জন্য যারা এই বনের ওপর নির্ভরশীল তাদের কাছে ‘বাঘ’ শব্দটি একদিকে ভয়ের এবং অন্যদিকে বনের রাজা হিসাবে সমীহের। কেননা প্রাকৃতিক সুরক্ষাকারী হিসাবে এই বাঘই এখনো আমাদের অতি আপন সুন্দরবনকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। সুন্দরবনের এই অতন্দ্র প্রহরী বাঘেরা না বাঁচলে সুন্দরবন অস্তিত্বের সংকটে পড়বে এবং এর জীববৈচিত্র্যও হারিয়ে যাবে।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনের ক্ষেত্রে বাঘের সহজাত ভূমিকার বিষয়টি অনুধাবনপূর্বক বাংলাদেশ সরকার ও আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে ইউএসএইড যৌথভাবে ‘বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প’ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সুন্দরবন এবং এর নিকটবর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ককে আরো জোরদার ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে কাজ করবে। একইসাথে এসকল জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে, যাতে তারা নিজেদের দায়িত্ববোধ নিয়ে বাঘের আবাসস্থল সুন্দরবনের সুরক্ষা দিয়ে বাঘের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের বন বিভাগের নেতৃত্বে বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল সংস্থা হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২০০৩ সাল থেকে কর্মরত বেসরকারী সংস্থা ওয়াইল্ডটিম। সহযোগী সংস্থা হিসাবে এই প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশন এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ।

প্রকল্পের কর্মকাণ্ডসমূহ

এ প্রকল্পের আওতায় সুন্দরবন সংলগ্ন জনগোষ্ঠী, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং নীতি-নির্ধারকদেরকে একসূত্রে আনার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে:

জ্ঞান ও তথ্য আহরণ

এ প্রকল্পের অধীনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিষয়ে কিছু জরুরী গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এসব গবেষণার সুপারিশগুলো প্রকল্পের কর্মকৌশল পর্যালোচনা ও পরিমার্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এর আওতায় তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং গবেষণার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হবে।

বন্যপ্রাণির অবৈধ পাচার কমানো

এই প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পর্যায়ে ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট (WCCU) গঠনে সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি, বন এলাকায় টহল ও নজরদারি বাড়ানো এবং পরীক্ষামূলকভাবে জনসমাজ-ভিত্তিক চোরা-শিকার বিরোধী কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হয়েছে।

মানুষ ও বন্যপ্রাণির সংঘাত কমানো

সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় বাঘ-মানুষ সংঘাতের ফলে উভয়েই অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় বন থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়া বাঘ ব্যবস্থাপনার জন্য ‘ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম’ (VTRT)-কে আরো শক্তিশালী করা হবে। তাছাড়া, আহত বাঘের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনার জন্য পশুচিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, সংঘাতের পূর্বানুমান ও পরিবীক্ষণ এবং বনের ভেতরে বাঘ ও বনজীবিদের সংঘাতের ফলে হতাহতের ঘটনা কমিয়ে আনতে নিরাপত্তামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।